AME/ICT RTHD)
28/03/2022

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০৩.২০-১১৯ তারিখঃ ১৩ চৈত্র ১৪২৮
২৭ মার্চ ২০২২

বিষয়ঃ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১৪ ~~ফেব্রুয়ারি~~ মার্চ ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (Nikosh ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ই-মেইলে (dstraco@rthd.gov.bd) আগামী ০৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

২৭/৩/২০২২

(নীলিমা আফরোজ)
উপসচিব
☎২২৩৩৮০৯৬৬
E-mail: dstraco@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক বনানী, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়/ঢাকা/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৫. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্রশাসন ও সংস্থাপন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৬. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৮. সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সহকারী সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৯. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

অনুলিপিঃ (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)

সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

ফেব্রুয়ারি ২০২২ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মো: নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১৪ মার্চ ২০২২
সময় : সকাল: ১০.০০ মিনিট
স্থান : অনলাইন (জুম অ্যাপস্)
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট - ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে অনলাইনে (জুম অ্যাপস্) সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	**বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা** ১০ ফেব্রুয়ারি'২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।	বিগত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।	উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ) ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা
২.	**অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:** **ফেব্রুয়ারি'২২ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি**		

দপ্তর/সংস্থার নাম	ডিসেম্বর'২১ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	জানুয়ারি'২২ মাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				বিবেচ্য মাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা
				চাকরিচ্যুতি /বরখাস্ত	দন্ড	অব্যাহতি	মোট	
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৬	-	০৬	-	০২	-	০২	০৪
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	০১	-	০১	-	-	-	-	০১
বিআরটিএ	১১	-	১১	-	-	-	-	১১
বিআরটিসি	৩০	০৮	৩৮	-	০৬	-	০৬	৩২
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট	৪৮	০৮	৫৬	-	০৮	-	০৮	৪৮

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ: যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান, ফেব্রুয়ারি'২২ পর্যন্ত চলমান ০৪টি মামলার মধ্যে ২টি মামলার শুনানী পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণের পর গত ২৭.০২.২০২২ তারিখে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ২টি মামলার তদন্ত কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। তদন্ত কর্মকর্তা ফাহমিদা হক খান, উপসচিব ও জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, সিনিয়র সহকারী সচিব জানান এক সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।	চলমান বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকল্পে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ফাহমিদা হক খান, উপসচিব ও জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, সিনিয়র সহকারী সচিব আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করবেন।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন)/ ফাহমিদা হক খান, উপসচিব ও জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, সিনিয়র সহকারী সচিব
সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সওজ অধিদপ্তরের অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১টি। উক্ত মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা রিপোর্ট দাখিল করেছেন। যথাযথ নিয়মে পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
বিআরটিএ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ১১টি। তন্মধ্যে ৮টি দীর্ঘ পেন্ডিং যা আদালতের চূড়ান্ত রায় না পাওয়ায় অনিষ্পন্ন রয়েছে। ৩টি মামলা সাময়িক পেন্ডিং যা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন)

ক্রম		সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, জানুয়ারি'২২ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ছিল ৩০টি। ফেব্রুয়ারি'২২ মাসে ৮টি মামলা রুজু এবং ৬টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৩২টি। মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ অব্যাহত আছে। চলমান মাসে প্রায় ১২টি মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে।	বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

৩. **আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা**

ফেব্রুয়ারি'২২ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:

দপ্তর/সংস্থার নাম	জানুয়ারি'২২ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	ফেব্রুয়ারি'২২ মাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার ফলাফল		মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
					সংস্থার পক্ষে	বিপক্ষে	
সওজ অধিদপ্তর	৩৮৪৭	১৪	৩৮৬১	০০	০০	০০	৩৮৬১
বিআরটিএ	২৭৮	০১	২৭৯	০০	০০	০০	২৭৯
বিআরটিসি	৯৫	০০	৯৫	০১	০১	০০	৯৪
ডিটিসিএ	০৪	০০	০৪	০০	০০	০০	০৪
মোট	৪২২৪	১৫	৪২৩৯	০১	০১	০০	৪২৩৮

	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ক) উপসচিব (আইন) জানান, বর্তমানে কনটেম্পট মামলার সংখ্যা ১২৭টি। তন্মধ্যে ১২৪টি মামলা সওজ অধিদপ্তরের ও ৪টি মামলা বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট। এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সওজ) জানান, সওজ অধিদপ্তরের ৪১টি মামলা শিঘ্রই নিষ্পত্তি হবে। অবশিষ্ট মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, স্পীড গভর্ণর, সিএনজি ও মিশুক নিয়ে ৪টি কনটেম্পট মামলা রয়েছে। মামলাগুলোর বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে এবং আইনজীবীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত আছে। যথাযথ নিয়মে সর্বোচ্চ প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং আদালতের চাহিদা অনুযায়ী তথ্যাদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিলের জন্য সভাপতি সংস্থা প্রধানদের পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) (১) কনটেম্পট মামলাগুলো সতর্কতা ও গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে এবং নিয়মিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে (ক) (২) সওজ অধিদপ্তরের ১২৪টি কনটেম্পট মামলা ও বিআরটিএ'র ৪টি কনটেম্পট মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	(খ) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, সওজ অধিদপ্তরের ২১টি চাকুরী সংক্রান্ত কনটেম্পট মামলা রয়েছে। তন্মধ্যে চাকুরী নিয়মিত করায় ১৩টি মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়া, ৩টি মামলার শুনানী হয়েছে যা আদেশের অপেক্ষায় আছে এবং ৫টি মামলা শুনানীর পর্যায়ে রয়েছে।	(খ) চাকুরী সংক্রান্ত কনটেম্পট মামলাগুলোর বিষয়ে আদালতের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে এবং তথ্যাদি সরবরাহ করতে হবে।	
	(গ) উপসচিব (আইন) জানান, প্রশাসনিক ট্রাইবুনালের ৪৮টি মামলার বিষয়ে এ বিভাগের আইনজীবী জনাব আব্দুল আজিজ মিয়া (মিন্টু) এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতে যথাসময়ে জবাব দাখিল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।	(গ) ৪৮টি মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে এবং যথাসময়ে জবাব দাখিল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।	
	সওজ অধিদপ্তর: (ক) প্রধান প্রকৌশলী জানান, বকেয়া দাবী পরিশোধের ক্ষেত্রে আদালতের শর্তগুলো সতর্কতার সাথে দেখা হয় এবং প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত ও যৌক্তিকতা নিরূপণ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ) জানান, বকেয়া দাবীর বিষয়টি ভাল করে খতিয়ে দেখার জন্য ৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সময় দেয়া হয়েছে। কমিটিকে ভাল করে পর্যালোচনা করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) বকেয়া দাবীর বিষয়টি ভাল করে খতিয়ে দেখে কমিটিকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ)
	(খ) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন ভোলা সড়ক বিভাগ সংশ্লিষ্ট কনটেম্পট নম্বর ৪৪৮/২০২০ (রীট পিটিশন নম্বর ৮০৪১/২০১৯ হতে উদ্ভূত) মামলায় আদালত শেষ বারের মত বকেয়া পরিশোধে সময় দিয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বে সাথে যাচাই করে দেখা প্রয়োজন। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের প্যানেল আইনজীবী ও সওজ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট আইনজীবীকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা এবং সওজ অধিদপ্তরের পক্ষ হতে সকল ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) ভোলা সড়ক বিভাগ সংশ্লিষ্ট কনটেম্পট নম্বর ৪৪৮/২০২০ (রীট পিটিশন নম্বর ৮০৪১/২০১৯ হতে উদ্ভূত) মামলার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের প্যানেল আইনজীবী ও সওজ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট আইনজীবীকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করতে হবে এবং	মনিটরিং টীম প্রধান (সকল) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ সচিবের একান্ত সচিব/ উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		সওজ অধিদপ্তরের পক্ষ হতে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	
	(গ) উপসচিব (আইন) জানান, মোটরযানের ওভার লোডের ফলে বেইলী ব্রীজের ক্ষতিসাধন ও ভেঙ্গে যাওয়ার ঘটনায় সৃষ্ট মামলার বিষয়ে সওজ এর পক্ষ হতে ৪টি জোনে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদের নিয়ে সভা করা হয়েছে এবং আর্জি প্রস্তুতের একটি ফরম্যাট তৈরী করে সংশ্লিষ্টদের সরবরাহ করা হয়েছে। একইভাবে অবশিষ্ট জোনসমূহে সভা করার জন্য সওজ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(গ) বেইলী ব্রীজের ক্ষতিসাধন ও ভেঙ্গে যাওয়ার ঘটনায় সৃষ্ট মামলার বিষয়ে অবশিষ্ট জোনসমূহে আইনজীবী ও সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একইভাবে সভা করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (আইন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, ফেব্রুয়ারি ২০২২ মাসে ১টি মামলা রুজু হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ২৭৯টি। গত ০২ ফেব্রুয়ারী ২০২২ তারিখে সচিব, পরিচালক (সকল) ও বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টাদের উপস্থিতিতে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পেন্ডিং মামলাসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিজ্ঞ আইনজীবীগণকে মামলাসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, হালনাগাদ প্রতিবেদন ও সর্তকতার সাথে পর্যবেক্ষণ/পর্যালোচনার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ ও মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন)
	বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, জানুয়ারি'২২ মাস পর্যন্ত বিআরটিসি'র অনিষ্পন্ন মামলা ছিল ৯৫টি। ফেব্রুয়ারি'২২ মাসে কোনো মামলা রুজু এবং ০১টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৯৪টি। মামলাগুলোর বিষয়ে একটি ডাটাবেইজ তৈরীর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিজ্ঞ আইনজীবী ও ব্যারিষ্টার এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। অনেকগুলো মামলা শুনানীর পর্যায়ে রয়েছে।	মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্যানেল আইজীবীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ এবং মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ উপসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ হিসাব ও অর্থ কর্মকর্তা, ডিটিসিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে ০৪টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। তন্মধ্যে ১টি কনটেম্পট, ২টি রীট ও ১টি লিভ টু আপীল মামলা। কনটেম্পট মামলায় আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী কর্মচারীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে। রায় বাস্তবায়নের বিষয়টি আদালতকে অবহিত করা হলেই কনটেম্পট মামলাটি নিষ্পত্তি হবে।	মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং কনটেম্পট মামলার রায় বাস্তবায়নের বিষয়টি আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতকে অবহিত করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ উপসচিব (আইন)

৪. **অডিট আপত্তির বিবরণী:**

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০১	-	-	০১	-	০১	-	০১
সওজ অধিদপ্তর	৭৩৮২	১১৪৮	৫৬২৪	৬১০	-	৭৩৮২	৩ (অ:)	৭৩৭৯
বিআরটিসি	১২৩২	১৭৮	৯৬৩	৯১	-	১২৩২	-	১২৩২
বিআরটিএ	৩৬৪	১৩৬	২২৮	-	-	৩৬৪	-	৩৬৪
ডিটিসিএ	১১	০৩	০৮	-	-	১১	-	১১
ডিএমটিসিএল	২	০১	০১	-	-	০২	-	০২
মোট	৮৯৯২	১,৪৬৬	৬,৪২৪	৭০২	-	৮৯৯২	৩	৮,৯৮৯

সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, জানুয়ারি'২২ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ৮,৯৯২টি। ফেব্রুয়ারি'২২ মাসে কোনো অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় এবং ৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৮,৯৮৯টি।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) অবহিত করেন: (ক) এ বিভাগের ১টি খসড়া অডিট আপত্তি পিএ কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পরিবহন অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। গত ০৯.০২.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত পিএ কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের পত্র দেয়া হয়েছে ও কার্যবিবরণীর কপি প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব বিবেচনায় সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ জানান।	(ক) এ বিভাগের ১টি খসড়া অডিট আপত্তি পিএ কমিটিতে উত্থাপনের নিমিত্ত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) গত ০৯.০২.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত পিএ কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
(খ) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য, গত মাসে ০১টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া, চলতি মাসে আরো ২টি ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অধিক সংখ্যাক অডিট আপত্তি থাকা সত্ত্বেও সওজ অধিদপ্তর হতে কার্যপত্র না পাওয়ায় ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবান করা যাচ্ছে না। জোনভিত্তিক প্রতিমাসে ১/২ টি কার্যপত্র প্রেরণ করার জন্য সভায় প্রধান প্রকৌশলী, সওজকে অনুরোধ জানানো হয়।	(খ) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। সওজ অধিদপ্তর হতে জোনভত্তিক কমপক্ষে ২টি কার্যপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/সিনিয়র সহকারী সচিব

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) বিভাগ, সার্কেল, জোন পর্যায় হতে অডিট আপত্তির সংখ্যা যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রত্যয়নসহ ৭০টি বিভাগের তালিকা পাওয়া গেছে। অবশিষ্ট ৩টি বিভাগের তালিকা পাওয়া গেলে সমন্বিত তথ্য ম্যাট্রিক্স আকারে আগামী সভায় উপস্থাপন করা হবে।	(গ) সওজ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত অডিট আপত্তির সংখ্যাগত তথ্য ম্যাট্রিক্স আকারে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	(অডিট) /নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল) অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/
	(ঘ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত হওয়ায় ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যবিবরণী খুঁজে না পাওয়া অডিট আপত্তির বিষয়ে পুনরায় ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজনের নিমিত্ত বিআরটিএ প্রধান কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী ও নোয়াখালী সার্কেলের মোট ৫০টি অগ্রিম অডিট আপত্তির কার্যপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে, যা সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন।	(ঘ) ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজনের নিমিত্ত কার্যপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	(ঙ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, মতিঝিল বাস ডিপোর ১১টি, ঢাকা ট্রাক ডিপোর ১৬টি, গাবতলী (পূর্বে উথলী) বাস ডিপোর ০৩টি ও সিলেট বাস ডিপোর ০৭টিসহ মোট ৩৭টি অগ্রিম অডিট আপত্তির জবাব সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, বিআরটিসি হতে প্রাপ্ত ব্রডশীট জাবাবের সাথে প্রয়োজনীয় প্রমাণক বা তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়না। ফলে অডিট অধিদপ্তরে নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হলেও তা নিষ্পত্তি হয়না। এ বিষয়ে বিআরটিসির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে গত ০১.০৩.২০২২ তারিখে সভা করা হয়েছে।	(ঙ) ব্রডশীট জবাবের সাথে প্রয়োজনীয় প্রমাণক সংযুক্ত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/
	(চ) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, DUTP প্রকল্পের ৮টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি বিষয়ে মতামত প্রস্তুত করে ২০.০৩.২০২২ তারিখের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বাজেট অনুবিভাগে প্রেরণ করা হবে।	(চ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে DUTP প্রকল্পের ৮টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি বিষয়ে মতামত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্তস সচিব (বাজেট)
	(ছ) সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, এমআরটি লাইন-৬ এর অনিষ্পন্ন ০১টি সাধারণ (আংশিক) এবং ১টি অগ্রিম (আংশিক) অডিট আপত্তির মধ্যে ১টি সাধারণ (আংশিক) অডিট আপত্তির জবাব গত ১৯ জানুয়ারি'২২ তারিখে ফাপাড বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১টি অগ্রিম (আংশিক) অডিট আপত্তির জবাব ডিএমটিসিএল হতে প্রাপ্তির পর ফাপাডে প্রেরণ করা হবে।	(ছ) ডিএমটিসিএল লাইন-৬ এর অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ফাপাডের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং ১টি অগ্রিম (আংশিক) অডিট আপত্তির জবাব মন্ত্রণালয় প্রেরণ করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
	(জ) সিনিয়র সহাকারী সচিব (অডিট) জানান, সিভিল অডিটের ৪২টি আপত্তির মধ্যে ৩৩টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে মর্মে সিএএফও কার্যালয় হতে টেলিফোনে জানানো হয়েছে। বিষয়টি লিখিতভাবে জানানো হয়নি। সওজ অধিদপ্তর ও বিআরটিএ সিভিল অডিটের সংশ্লিষ্ট আপত্তির জবাব প্রেরণের না করায় সওজ অধিদপ্তর ও বিআরটিএকে তাগিদ পত্র দেয়া হয়েছে।	(জ) (১) সিভিল অডিটের ৩৩টি আপত্তি নিষ্পত্তিমূলক পত্র সিএএফও কার্যালয় হতে সংগ্রহ করতে হবে (জ) (২) সংশ্লিষ্ট অডিট আপত্তির জবাব সওজ অধিদপ্তর ও বিআরটিএ হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/চেয়ারম্যান, বিআরটিএ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট)
	(ঝ) বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব) ক্যাডার হত উপসচিব পদে আসা কর্মকর্তাগণের মধ্যে হতে ১জনকে পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব) পদায়নের জন্য এপিডি অনুবিভাগের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সভাপতি অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)-কে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ঝ) পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব) পদায়নের নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এপিডি অনুবিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
৫.	**পেনশন কেইস:**		

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা		বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তি	অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ		১	-	১	-	১	দীর্ঘ পেন্ডিং
		৩৪	-	৩৪	৬	২৮	সাময়িক পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	১ম - ৯ম গ্রেড	৯	৩	১২	১	১১	
	১০ম - ২০তম গ্রেড	-	১০	১০	১০	-	
বিআরটিসি		২৮৫	৪	২৮৯	-	২৮৯	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ		-	১	১		১	
ডিটিসিএ		-	-	-	-	-	
মোট		৩২৯	১৮	৩৪৭	১৭	৩৩০	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ক. সওজ অধিদপ্তর: (১) উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন) জানান, দীর্ঘ পেন্ডিং ১টি পেনশন কেইসের অডিট সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। এছাড়া, সাময়িক পেন্ডিং ২৮টি পেনশন কেইসের মধ্যে ২৬টি অডিট আপত্তির কারণে অনিষ্পন্ন রয়েছে। অডিট শাখা হতে এ বিষয়ে রিপোর্ট পাওয়া সাপেক্ষে নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, উল্লিখিত কর্মকর্তাগণের মধ্যে জনাব খালেকুজ্জামান এর খসড়া ৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পিএ কমিটিতে উত্থাপনের জন্য পরিবহন অডিট অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অন্যান্য কর্মকর্তাগণের সাথে সম্পর্কিত আপত্তিগুলো নিষ্পত্তি না হওয়ায় রিপোর্ট দেয়া যাচ্ছে না। (২) সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, সওজ অধিদপ্তরের যেসকল কর্মকর্তা আগামী এক বছরের মধ্যে অবসরে যাবেন বা ইত:পূর্বে যারা অবসরে গেছেন তাদের মধ্যে যাদের কর্মকালীন অডিট আপত্তি রয়েছে ঐ সকল অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিশেষ ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের নিমিত্ত কার্যপত্র প্রেরণের অনুরোধ করতঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু কোনো কার্যপত্র না পাওয়ায় ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে না। এ বিষয়ে হিসাব রক্ষণকর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর জানান ১৪টি কার্যপত্র ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায় হতে আরো কার্যপত্র প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।	(১) (ক) জনাব খালেকুজ্জামান এর ৩টি খসড়া অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পিএ কমিটিতে উত্থাপনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (১) (খ) পেনশন সহজীকরণ আদেশ অনুসারে রিপোর্ট প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। (২) পেনশন কেইস সম্পর্কিত বিশেষ ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের নিমিত্ত কার্যপত্র প্রেরণ করতে হবে এবং সভা আয়োজনে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)/ সি:স: সচিব (অডিট)
	খ. বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতি ৩ মাস পরপর গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধ করা হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি'২২ মাসে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন বাবদ কোনো অর্থ পরিশোধ করা হয়নি। আগামী ০৩.০৪.২০২২ তারিখে গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বাবদ ৫ কোটি টাকা পারিশোধ করা হবে।	ধারাবাহিকতা ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্রাচ্যুইটি ও বকেয়া পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	গ. বিআরটিএ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, ফেব্রুয়ারি'২২ মাসে একজন সহকারী পরিচালক (ইঞ্জি:) এর পেনশন কেইস নিষ্পত্তির একটি আবেদন পাওয়া গিয়েছে। কেইসটি দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তির জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	পেনশন কেইস পাওয়া গেলে তা দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত:** উপসচিব (বিআরটিএ) জানান, সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২ এর ওপর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ১৭.০১.২০২২ তারিখ ভেটিং প্রদান করা হয়েছে। খসড়ায় অর্থের সংশ্লেষ থাকায় গত ২৪.০২.২০২২ তারিখে সম্মতি/অনাপত্তি প্রদানের জন্য অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ডেস্ক অফিসারের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। বিধিমালায় নির্ধারিত ফি এর বিভিন্ন দিকগুলো পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে মর্মে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতে জানা গিয়েছে।	সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২ এর খসড়ায় সম্মতি/অনাপত্তির জন্য অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (সম্পত্তি/আইন)/ সহকারী সচিব (বিআরটিএ)
	খ. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন - ২০১৩ এর আওতায় বিধিমালা ২০২২ প্রণয়ন: উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ) জানান, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন-২০১৩ এর আওতায় প্রণীত খসড়া বিধিমালা-২০২২ ভেটিং প্রদানের জন্য ০৭/০২/২০২২ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ হলে কিছু সংশোধনী/পরিমার্জনের প্রস্তাবসহ নথি ফেরত প্রদান করা হয়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে উক্ত বিধিমালার ২৪ টি বিধির মধ্যে ১২ টি বিধি বাদ দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। বিষয়টি যাচাই বছাইয়ের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিকে নিয়ে অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) এর সভপতিত্বে ১৩.০৩.২০২২ তারিখ একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অরো অধিকতর যাচই বছাই করে নথি উপস্থাপন করা হবে।	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মতামত/সুপারিশ অনুযায়ী বিধিমালার খসড়া প্রস্তুত করে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (স.র.ত.ব)/ উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ)
	গ. বিআরটি বিধিমালা ২০২২ প্রণয়ন: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বিআরটি জানান, বিআরটি বিধিমালা ২০২২ পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিধিমালার খসড়া পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ১০.০২.২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় হতে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/মন্ত্রণালয়ে মতামত চাওয়া হয়েছে। এছাড়া, বোর্ডের পরিচালক ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মতামত চাওয়া হয়েছে। মতামত পেলেই মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা করা হবে।	বিআরটি বিধিমালা ২০২২ এর খসড়ার ওপর মতামত পাওয়ার পর আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আয়োজন করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিআরটি/যুগ্মসচিব (এমআরটি)
	ঘ. মহাসড়ক আইন ২০২১ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, মহাসড়ক আইন ২০২১ কার্যকর করার লক্ষ্যে বিধিমালা প্রণয়ন আবশ্যক। এ বিষয়ে মন্ত্রাণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবকে আহবায়ক করে আইন প্রণয়নের সাথে সওজ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	মহাসড়ক আইন ২০২১ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে একজন অতিরিক্ত সচিবকে আহবায়ক করে সওজ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		এবং এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে।	
৭.	**বৃক্ষরোপণ :** (ক) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, টেকনিক্যাল সার্ভিসেস উইং জানান, সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পে ল্যান্ডস্কেপিং নামক অংগে বিস্তারিত কাজ ও প্রাক্কলন অনুযায়ী অর্থ সংস্থান রাখার বিষয় মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা পওয়া গিয়েছে। ডিপিপি প্রণয়নের সময় অর্থ সংস্থানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হবে।	(ক) প্রকল্পের ডিপিপিতে বৃক্ষরোপণের জন্য ল্যান্ডস্কেপিং বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ও আলাদা অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)/নির্বাহী বৃক্ষপালনবিদ, সওজ
	(খ) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, টেকনিক্যাল সার্ভিসেস উইং, সভাকে অবহিত করেন, বন বিভাগ কর্তৃক সওজ অধিদপ্তরের জায়গায় বৃক্ষরোপণের বিষয়ে সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের আপত্তি রয়েছে। যৌক্তিকতা তুলেধরে তিনি বলেন গাছ অপসারণের সময় মালিকানা নিয়ে ঝামেলা তৈরী হয়। ফলে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাধার সম্মুখীন হয়। বর্তমানে ল্যান্ডস্কেপিং নীতিমালা তৈরী করা হয়েছে ও বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ করা হচ্ছে। তাছাড়া, বৃক্ষরোপণের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ সংশ্লিষ্ট উইং এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে, তাই বন বিভাগ কর্তৃক গাছ রোপনের বিষয়টি নিরুৎসাহিত করাই সমীচীন হবে। কোনো কারণে বৃক্ষরোপণের প্রয়োজন হলে এক্ষেত্রে নির্ধারিত কিছু শর্ত উল্লেখপূর্বক MoU করা যেতে পারে।	(খ) বন বিভাগ কর্তৃক সওজ অধিদপ্তরের জায়গায় বৃক্ষরোপণের বিষয়টি নিরুৎসাহিত করতে হবে এবং তবে বিশেষ কারণে বন বিভাগ কর্তৃক বৃক্ষরোপণের প্রয়োজন হলে নির্ধারিত কিছু শর্ত উল্লেখপূর্বক MoU করা যেতে পারে।	
	(গ) ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা ও পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। মৃত গাছের স্থলে জীবিত চারা গাছ রোপণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের তাগিদপত্র প্রদান করা হয়েছে। বর্ষা মৌসুমে ঠিকাদার কর্তক মৃত গাছের স্থলে নতুন করে চারা গাছ রোপন করা হবে।	(গ) প্রতিটি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা ও পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। বর্ষা মৌসুমে মৃত গাছের স্থলে নতুন করে চারা গাছ রোপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(ঘ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, আগামী ৩ মাসের মধ্যে মহাসড়কের রাইট অব ওয়ে নির্ধারণ ও খন্ড খন্ড বা পকেট ভূমির সীমানা নির্ধারণ করে স্থায়ী পিলার স্থাপনের জন্য মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।	(ঘ) মহাসড়কের রাইট অব ওয়ে নির্ধারণ ও স্থায়ী পিলার স্থাপনের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (এপ্রিল'২২) সম্পন্ন করতে হবে।	
৮.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** (ক) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত/রিকুইজিশনকৃত ও হস্তান্তরিত সকল ভূমি/সম্পত্তি সওজ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত ও নামজারিকরণ সংক্রান্ত ফেব্রুয়ারি ২০২২ মাসের সমন্বিত তথ্য সওজ অধিদপ্তর হতে পাওয়া গিয়েছে। সওজ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত ও নামজারিকরণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে বলেও সওজ অধিদপ্তর হতে জানানো হয়েছে। এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, ৬৫টি সড়ক বিভাগে ১০১টি নামজারি সম্পন্ন হয়েছে। আগামী সভায় সংখ্যাগত তথ্য উপস্থাপনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) জেলা পরিষদ, স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে হস্তান্তরকৃত এবং সওজ এর অধিগ্রহণকৃত ভূমির রেকর্ড বা নামজারির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। আগামী সভায় সংখ্যাগত তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট), যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	(খ) এস্টেট আইন ও কর্মকর্তা, ঢাকা জোন জানান, যে সকল সম্পত্তি জেলা পরিষদ হতে সওজ এর নামে হস্তান্তর করা হয়েছে, সে সকল জমি নামজারির সময় জেলা পরিষদের পক্ষ হতে আপত্তি করা হচ্ছে। তাদের মন্ত্রণালয় হতে কোনো নির্দেশনা নেই মর্মে জানান। এ বিষয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, পরিকল্পনা কমিশনের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সওজ যে সকল সম্পত্তির মালিকানা প্রাপ্ত হয়েছে, সে সকল ভূমির নামজারি সওজ এর নামে করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ, ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সওজ এর অনুকূলে প্রাপ্ত মালিকানা ভূমির ক্ষেত্রে আদালতের কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকলে নাম জারির ক্ষেত্রে কোনো জটিলতা নেই মর্মে সভাপতি অবহিত করেন। এসিল্যান্ড বিষয়টি বুঝতে না পারায় এ ধরণের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এধরণের জটিলতা নিরসনে প্রজ্ঞাপনের কপি ও যথাযথ ডকুমেন্টসহ এসিল্যান্ডের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সভাপতি মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন।	(খ) প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সওজ এর মালিকানার ভূমির ক্ষেত্রে নামজারি করার বিষয়ে যথাযথ ডকুমেন্টসহ এসিল্যান্ডের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (প্রধান কার্যালয়) জানান, উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত আছে। ০৮.০৩.২০২২ তারিখ ঢাকা সড়ক বিভাগাধীন কল্যাণপুর উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর কার্যালয়ের ভিতরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।	উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়

ক্রমং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঢাকা জোন: সিনিয়র সহাকরী সচিব (এস্টেট) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী- (১) গত ০১.০২.২০২২ ও ০২.০২.২০২২ তারিখে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনে ওয়েষ্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্টের (রংপুর অংশ) এর আওতাধীন চিকলী সেতুর সংযোগ সড়কে সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি হতে ৬০টি অবৈধ স্থাপনা এবং ৬টি অবৈধ বিলবোর্ড ও সাইনবোর্ড অপসারণ করা হয়। এতে উদ্ধারকৃত জমির পরিমাণ ১৭৪.০০ শতাংশ। যার বর্তমান বাজার মূল্য ৩.৯৮ কোটি টাকার কম/বেশী। (২) গত ০৮.০২.২০২২ তারিখে সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২: এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের অধিগ্রহণকৃত ভূমি হতে ১০৮টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ এবং ৬টি অবৈধ বিলবোর্ড ও সাইনবোর্ড অপসারণ করা হয়। এতে উদ্ধারকৃত জমির পরিমাণ ১৮৬ শতাংশ। যার বর্তমান বাজার মূল্য ৪.৫৮ কোটি টাকার কম/বেশী। (৩) রাজশাহী জোনের আওতাধীন সড়ক বিভাগাধীন নগরবাড়ী(প্রতাবপুর)-কাশিনাথপুর জাতীয় মহাসড়কের ৫ম কিলোমিটারে সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি হতে অবৈধ দখলদার ও স্থাপনা উচ্ছেদ ও মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৫.০২.২০২২ তারিখ ধার্য ছিল। কিন্তু মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীট পিটিশন নং-২২০২/২০২২ এর প্রেক্ষিতে উচ্ছেদ কার্যক্রমের উপর স্থগিতাদেশ জারীর ফলে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি।	অধিভুক্ত এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে এবং উদ্ধারকৃত জায়গা দখলে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ / অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন
	খুলনা জোন: খুলনা জোনের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তার নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গত ১৬.০২.২০২২ ও ১৭.০২.২০২২ তারিখ সাতক্ষীরা সড়ক বিভাগাধীন খুলনা-চুকনগর-সাতক্ষীরা আঞ্চলিক মহাসড়কের এর সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল মোড় হতে আঠারোমাইল পর্যন্ত আঞ্চলিক মহাসড়কের ২(দুই) পার্শ্বে সওজ'র অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে গড়ে ওঠা ৫৬০টি পাকা/আধাপাকা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ/ অপসারণ করা হয়। এতে ৫.৭০ একর ভূমি অবৈধ দখল মুক্ত হয়। উক্ত ভূমির আনুমানিক বাজার মূল্য ৩৯ কোটি টাকা।	উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা
	চট্টগ্রাম জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম কর্তৃক, গত ০৮.০২.২০২২ তারিখ কক্সবাজার সড়ক বিভাগাধীন লিংক রোড লাবনী মোড় জাতীয় মহাসড়কের ডলফিন মোড় হতে হোটেল সায়মন পর্যন্ত সওজ এর ভূমিতে গড়ে ওঠা ১১টি সাইনবোর্ড ও কাঁচা/পাকা/আধাপাকাসহ মোট ৮৫টি অবৈধ স্থাপনা/উচ্ছেদ অপসারণ করা হয়। এতে করে ৪২০ শতাংশ ভূমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়। উক্ত ভূমির আনুমানিক বর্তমান বাজার মূল্য ১৩.৪৪ কোটি টাকা।	অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম
	অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, জানুয়ারি ২০২২ মাসের তথ্য অনুযায়ী ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও গোপালগঞ্জ জোনের অধীন বিভিন্ন সড়ক বিভাগ হতে ৪৪৩টি অবৈধ বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণ করা হয়।	ঢাকার প্রবেশ এবং বাহির পথসহ সারাদেশে সওজ এর জায়গায় স্থাপিত অবৈধ বিলবোর্ড/ব্যানার/ ফেস্টুন অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	মহাসড়কের ময়লা অপসারণ: দেশের বিভিন্ন স্থানে মহাসড়কের পার্শ্বে ও উপরে অপরিকল্পিতভাবে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার ময়লা ফেলা হয়। ফলে রাস্তার বিটুমিন নষ্ট, যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ও পরিবেশ দূষণসহ পথচারীদের চলাচলে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এগুলো প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। ময়লা ফেলার স্থানে নোটিশ, মাইকিং বিভিন্ন ধরণের প্রচার প্রচারণা ও সংশ্লিষ্ট সিটিকর্পোরেশন ও পৌরসভার সাথে যোগাযোগ করার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানান। বিষয়টি জেলা প্রশাসনকে অবহিতকরণসহ মোবাইলকোর্ট পরিচালনা করার বিষয়েও এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করা হয়। ময়লাফেলা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী বরাবর ডি.ও পত্র প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) মহাসড়কে ময়লাফেলা বন্ধে নোটিশ, মাইকিং বিভিন্ন ধরণের প্রচার প্রচারণা ও সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার সাথে যোগযোগ করতে হবে এবং জেলা প্রশাসনকে অবহিতকরণসহ প্রয়োজনে মোবাইলকোর্ট পরিচালনা করতে হবে। (খ) ময়লাফেলা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ (সকল) অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		মন্ত্রী এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী বরাবর ডি.ও পত্র প্রেরণের উদ্যোগ নিতে হবে।	
৯.	**মোবাইল কোর্ট পরিচালনা:** **বিআরটিএ** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান, ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে ও জাতীয় মহাসড়কে ছোট ছোট মোটরযান চলাচল বন্ধে ফেব্রুয়ারি'২২ মাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ২১টি মামলায় ২১,০০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি'২২ মাসে মোবাইল কোর্ট কর্তৃক সর্বমোট ১১২৬টি মামলার মাধ্যমে ২৭,১৬,৯৫০.০০ (সাতাশ লক্ষ ষোল হাজার নয়শত পঞ্চাশ) টাকা জরিমানা আদায়সহ ৩৫টি গাড়ি ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ এবং ১৫ জনকে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।	বিআরটিএ কর্তৃক ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে ও জাতীয় মহাসড়কে ছোট ছোট মোটরযান চলাচল বন্ধসহ অন্যান্য বিষয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	সওজ অধিদপ্তর সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সকল এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের সমান ক্ষমতা প্রদানের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে গত ৩০/১২/২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	সমান ক্ষমতা প্রদানের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
১০	**বিআরটিসি বাসের সেবাদান কার্যক্রম মনিটরিং:** বিআরটিসি বাসের সেবাদান কার্যক্রম বিষয়ে গঠিত ভিজিলেন্স টিমের সুপারিশ বাস্তবায়ন বিষয়ে সভাপতি জানতে চাইলে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পূর্বের তুলনায় বর্তমানে বাসের সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। বাসে কোন ধরণের অব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সারা দেশে বিআরটিসি ড্রাইভারদের ইউনিফরম প্রদান করা হয়েছে। বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট এবং মন্ত্রণালয়ের ভিজিলেন্স টিম একই সাথে বাসের সেবাদান কার্যক্রম পরিদর্শন করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। অভিযুক্ত গাড়ির নম্বরসহ বিস্তারিত অভিযোগ বিআরটিসিকে সরবরাহ করা জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট এবং মন্ত্রণালয়ের ভিজিলেন্স টিম সমন্বিতভাবে বিআরটিসি বাসের সেবাদান কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন। (খ) অভিযুক্ত গাড়ির নম্বরসহ বিস্তারিত অভিযোগ বিআরটিএ হতে বিআরটিসিকে সরবরাহ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)/ যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
১১.	**সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :** **Grievance Redress System (GRS) :** ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জানান, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ২৫টি এবং এ বিভাগের অনলাইনের মাধ্যমে ১৪টি অভিযোগ/মতামত পাওয়া গেছে। উল্লিখিত ৩৯টি অভিযোগের মধ্যে ১০টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২৯টি অভিযোগ/মতামতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে। জিআরএস বিষয়ে এ বিভাগের স্টেক হোল্ডার কনসাল্টেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থার কনসাল্টেশন সভা করার জন্য সভায় সংস্থা প্রধানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।	(ক) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সফটওয়্যারে আগত অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। (খ) জিআরএস বিষয়ে প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থার স্টেক হোল্ডার কনসাল্টেশন সভা করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	Public Service Innovation: (ক) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, বর্ণিত এ্যাপসটি বর্তমানে ২টি রুটে কার্যকর রয়েছে। আরো ৬টি রুট আগামী জুন ২০২২ নাগাদ এ এ্যাপসের আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য রুটে এ পদ্ধতি চালু করা হবে।	(ক) মোবাইল এ্যাপস 'আমাদের বিআরটিসি' পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে এবং আরো নতুন রুটে এ পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(খ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, ডাটা মাইগ্রেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ডাটা মাইগ্রেশনপূর্বক সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের কাজ শেষ করে যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের কাজ শুরু করা হবে।	(খ) ডাটা মাইগ্রেশন কার্যক্রম কাজ শেষ করে যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের কাজ শুরু করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, "ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র সেবা অনলাইনকরণ" বিষয়ে প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। সর্বশেষ এ বিষয়ে নির্মিত ভিডিও চিত্র DTCA-এর ফেসবুক ও ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ করা হয়েছে। বিটিভিতে নির্মিত টিভিসিটি প্রচারের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	(গ) ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করার বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচার অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম/উদ্যোগ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(ঘ) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, ইতোপূর্বে যে সকল ইনোভেশন আইডিয়া গ্রহণ করা হয়েছে তার সার্বিক অবস্থা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে ০৯.০৩.২০২২ তারিখে ইনোভেশন টীমসমূহের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংস্থাসমূহের অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনাসহ বাস্তবায়িত আইডিয়াসমূহ লাইভে উপস্থাপন করা হয়। এ বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের বাস্তবায়নাধীন আইডিয়াসমূহ যথাসময়ে সম্পন্ন করাসহ এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত এ বিভাগের সকল ইনোভেশন আইডিয়া সংক্রান্ত প্রকাশনা প্রনয়নের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ঘ) (১) এ বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের বাস্তবায়নাধীন আইডিয়াসমূহ যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে। (ঘ) (২) ইনোভেশন আডিয়া সংক্রান্ত প্রকাশনা প্রনয়নের কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, a2i প্রকল্প ই-নথির উন্নত ভার্সন ডি-নথি প্রস্তুত করেছে। ৩২টি দপ্তর ও সংস্থার মাঠ পর্যায়ে ডি-নথির পাইলটিং চলমান রয়েছে। পাইলটিং শেষ হলে পর্যায়ক্রমে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় ডি-নথি বাস্তবায়ন করা হবে। এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শাখা পর্যায়ে ই-নথির কার্যক্রম বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ই-নথির কার্যক্রম বেগবান করার লক্ষ্যে প্রশাসন উইং এর উদ্যোগে এও/পিওদের নিয়ে পর্যালোচনা সভা করার জন্য সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	ই-নথির কার্যক্রম বেগবান করার লক্ষ্যে প্রশাসন উইং এর উদ্যোগে এও/পিওদের নিয়ে পর্যালোচনা সভা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
১২.	**বিবিধ:** **ক. ডিও পত্রের ওপর কার্যক্রম গ্রহণ:** সভাপতি অবহিত করেন, মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যবৃন্দসহ অন্যান্যদের নিকট হতে প্রাপ্ত ডি.ও পত্রগুলো এ বিভাগের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন উইং সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় একই ডি.ও পত্র দু'টি উইংএ প্রেরণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট শাখা হতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় বা আলাদাভাবে প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ জানানো হয়। একই পত্রের ওপর দু'বার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। তাই ডি.ও পত্রটি শাখায় পাওয়ার পর ভাল করে পর্যালোচনা করে এবং অন্য উইং/শাখা থেকে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট উইং/শাখা হতে কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ডি.ও পত্রের ওপর মন্ত্রণালয় হতে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং একই ডি.ও পত্রের উপর যাতে উন্নয়ন উইং ও পরিকল্পনা উইং থেকে আলাদা কার্যক্রম গ্রহণ করা না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট উইং হতে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/ পরিকল্পনা)
	খ. মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালুকরণ: (১) আগামী জুন'২২ সময়ের মধ্যে পদ্মা সেতু চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টোল আদায়ের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন মর্মে সভাপতি অবহিত করেন। একই সাথে স্টেক হোল্ডারদের সাথে আলোচনাক্রমে টোল হার নির্ধারণ করাও প্রয়োজন মর্মে জানান। এ বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে-তে টোল আদায়ে সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগের লক্ষ্যে নেগোসিয়েশন চলমান রয়েছে। নির্ধারিত সময়ে মধ্যে সকল ধরণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এছাড়া, টোল হার নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নিয়ে শিঘ্রই সভা আহবান করা হবে। (২) মেঘনা-গোমতী সেতুর টোল আদায় কার্যক্রমে নিয়োজিত সার্ভিস প্রোভাইডারের চুক্তির মেয়াদ জুন ২০২২ শেষ হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নতুন করে সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগের কার্যক্রম সমাপ্ত করার বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলীকে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। (৩) টোল প্লাজা নির্মাণের লক্ষ্যে সাসেক-২ কর্তৃক আহবানকৃত দরপত্র অর্থনৈতিক ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন এবং সাসেক-১ এর আওতায় টোল প্লাজা নির্মাণের লক্ষ্যে আগামী অর্থবছরের বরাদ্দ সংস্থানের বিষয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে। (৪) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, টেকনিক্যাল সার্ভিসেস উইং জানান, নির্মাণাধীন বিশ্রামাগারের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা নির্দেশিকা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ১৪.০৩.২০২২ তারিখে সভা আহবান করা হয়েছে। পাশাপাশি টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। নির্দেশিকা চূড়ান্ত হলেই সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগের লক্ষ্যে টেন্ডার আহবান করা হবে। ৪টি বিশ্রামাগারের মধ্যে ২টির নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। ২টির ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	(১) (ক) ঢাকা - মাওয়া - ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে -তে টোল আদায় চালুর লক্ষ্যে সকল ধরণের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। (১) (খ) টোল হার নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নিয়ে শিঘ্রই সভা করতে হবে। (২) মেঘনা-গোমতী সেতুর টোল আদায়ের জন্য সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগের কার্যক্রম শুরু করতে হবে। (৩) সাসেক-১ ও সাসেক-২ এর আওতায় টোল প্লাজা নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (৪) নির্মাণাধীন বিশ্রামাগারের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা নির্দেশিকা চূড়ান্ত করে সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগের লক্ষ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	গ. অধীনস্থ সংস্থাসমূহের আইটি অডিট উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, শাহ আমানত সেতু এবং রূপসা সেতু টোল প্লাজায় আইটি অডিট শুরুর লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আগামী ১ মাসের মধ্যে এটি সম্পন্ন হবে।	শাহ আমানত সেতু এবং রূপসা সেতু টোল প্লাজায় আইটি অডিট কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল ধরণের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	ঘ. Unified টোল কালেকশন সিস্টেম (Uniform Method) বাস্তবায়ন: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, মেঘনা-গোমতী সেতু, পাকশী এবং চট্টগ্রাম পোর্ট এক্সেস সড়কে Unified টোল কালেকশন সিস্টেম চালুর লক্ষ্যে অগ্রগতি বিষয়ে অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে ১৫.০৩.২০২২ তারিখে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। অগ্রগতির মধ্যে ইতোমধ্যে সফটওয়্যার প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে। সফটওয়্যার অনুযায়ী হার্ডওয়্যার প্রয়োজন হবে। হার্ডওয়্যারের স্পেসিফিকেশন নির্ধারণের জন্য বুয়েট ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আগামী ২০.০৩.২০২২ তারিখে আলোচনা হবে।	সকল ধরণের কার্যক্রম সম্পন্ন করে সারাদেশে এর ব্যবহার শুরু করতে হবে।	উপসচিব (টোল ও এক্সেল)/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	ঙ. এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত: শূন্যপদ পূরণে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান, এ বিভাগের ২৩৯টি পদের মধ্যে ৫১টি (১ম শ্রেণির ২৭টি, ২য় শ্রেণির ১০টি, ৩য় শ্রেণির ১০টি ও ৪র্থ শ্রেণির ০৬টি) শূন্যপদ রয়েছে। ১ম শ্রেণির সহকারী প্রোগ্রামার এর ১টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য একং ১টি পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য গত ২৮.১২.২০২০ ও ২০.০১.২০২১ তারিখে বিপিএসসিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ২য় শ্রেণির ১০টি পদের মধ্যে ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ৪টি পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য ০২/০৯/২০১৯ তারিখে বিপিএসসিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২২/১২/২০২০ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। পদোন্নতি কোটার প্রশাসনিক কর্মকর্তার ০৪টি পদ পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়ার পর পূরণ করা হবে। ৩য় শ্রেণির ১০টি পদের মধ্যে প্রশাসনিক/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি ও ১ জন কর্মচারীর মৃত্যুর কারণে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ৩টি, কম্পিউটার অপারেটরের ২টি, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর ৩টি, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ১টি এবং ক্যাশিয়ার ১টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে কম্পিউটার অপারেটর এর ১টি পদ সংরক্ষণ করা রয়েছে। ৪র্থ শ্রেণির ৬টি পদের মধ্যে ক্যাশ সরকারের ১টি এবং অফিস সহায়ক এর ৫টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে অফিস সহায়ক এর ১টি পদ সংরক্ষিত আছে। **ডিটিসিএ:** ২১২টি পদের মধ্যে ১১৫টি পদ শূন্য রয়েছে। অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক (পলিসি অ্যান্ড প্ল্যানিং), ট্রেনিং এ্যাডভাইজার, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট পদে প্রেষণে কর্মকর্তা পদায়নের জন্য ডিটিসিএ'র প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় হতে ১৪.০২.২০২২ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। শূন্য পদের মধ্যে প্রেষণযোগ্য ৪র্থ ও ৫ম গ্রেডভুক্ত (৩+৬) ৯টি পদে প্রেষণে কর্মকর্তা পদায়নের জন্য গত ২৪/০১/২০২২ তারিখে এ বিভাগকে অনুরোধ জানিয়ে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ৫ম হতে ৯ম গ্রেডভুক্ত ১৮টি বিভিন্ন পদে মোট ১৮ জন কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। লিখিত পরীক্ষা আয়োজনের জন্য বুয়েটের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ০৭-১৭ গ্রেডভুক্ত ৩১টি বিভিন্ন পদে ৪২ জন জনবলের মধ্যে ৩২ জন জনবল নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। ১০ম গ্রেডভুক্ত উপসহকারী পদে সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্যে ০৮.০১.২০২২ তারিখে লিখিত পরীক্ষা ও ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। ১৩.০২.২০২২ তারিখে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।আউটসোর্সিং পদ্ধতির মাধ্যমে সৃজিত ২০টি অফিস সহায়ক পদের মধ্যে মামলায় অন্তর্ভুক্ত ৭টি অফিস সহায়ক পদ ব্যতীত ১৩টি অফিস সহায়ক পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজনের সম্মতি গ্রহণের লক্ষ্যে নির্ধারিত চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রস্তাব গত ২১.০১.২০১৫ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হলে ৮টি পদের সম্মতি প্রদান করে। অর্থ বিভাগের শর্তানুসারে অফিস সহায়ক ৮টি পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজনের লক্ষ্যে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সদয় বিবেচনা ও সুপারিশ গ্রহণের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত সার-সংক্ষেপ গত ০৪.০১.২০২২ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, অর্থ বিভাগের সম্মতি হতে বাদ পড়া ৫টি পদ রাজস্বখাতে সৃজনের পুন:প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। **বিআরটিসি:** ৫৮৯৩টি পদের মধ্যে ২২৮৭টি শূন্য রয়েছে। পার্চেজ অফিসার ৪টি প্রশাসনিক কর্মকর্তা ১টি, সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ১টি, ফোরম্যান-০১টি, উপসহকারী প্রকৌশলী-০২টি পদে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার অপারেটর-১৭টি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে ১৩.০১.২০২১ তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ৩৯৬৮টি আবেদন জমা হয়েছে। বর্তমানে নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে। কন্ডাকটর ২০০টি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে ১৩.০১.২০২২ তারিখ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।	(১) শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) Timeline ভিত্তিক শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) /নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিআরটিএ: ৮২৩টি পদের মধ্যে ১০৮টি পদ শূন্য রয়েছে। শূন্যপদ পূরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ২২টি শূন্য পদে নিয়োগের নিমিত্ত ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। আগামী ১৫ই মার্চের মধ্যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে। **সওজ অধিদপ্তর:** সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯৪৩১টি পদের মধ্যে ৪৫৬১ টি শূন্য পদ রয়েছে। ১ম শ্রেণির ১৮৬টি পদের মধ্যে সরাসরি নিয়োগযোগ্য সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল/যান্ত্রিক) এর ১৮টি শূন্য পদ ৪০তম বিসিএস এর মাধ্যমে পূরণের লক্ষ্যে মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। চলমান নিয়োগ প্রক্রিয়ায় (৪০তম বিসিএস) আরও ৬০ জন সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)সহ মোট ৭৮টি সহকারী প্রকৌশলী নিয়োগের জন্য চাহিদা এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ৪১তম, ৪৩তম ও ৪৪তম বিসিএস এর মাধ্যমে মোট ৬২জন ৯ম গ্রেডভুক্ত সহকারী প্রকৌশলী পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল/যান্ত্রিক) হতে পদোন্নতি কোটায় প্রাপ্ত সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল/যান্ত্রিক) এর শূন্য পদ পূরণের প্রস্তাব মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য শূন্য পদসমূহ পূরণের প্রস্তাব সহসাই প্রেরণ করা হবে। ২য় শ্রেণির ২৪৩টি পদের মধ্যে উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) এর ৯৩টি পদ পূরণের চাহিদার প্রেক্ষিতে পিএসসি'র সুপারিশ পাওয়া গিয়েছে। উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) এর নিয়োগযোগ্য শূন্য পদ পূরণের চাহিদাপত্র পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। বিভাগীয় পদোন্নতির মাধ্যমে ৪৬টি পদ পূরণযোগ্য (মামলা চলমান)। বিভাগীয় হিসাবরক্ষণ অফিসারের ১৫টি পদ মহাহিসাবরক্ষকের দপ্তর থেকে প্রেষণের মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। অবশিষ্ট শূন্য পদে নিয়োগের প্রস্তাব শীঘ্রই প্রেরণ করা হবে। ৩য় শ্রেণির ২৭০০টি পদের মধ্যে সিনিয়র একাউন্টস ক্লার্ক এর ৬৫টি পদ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার দপ্তর থেকে প্রেষণের মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। আরবরিকালচার সেকশনাল অফিসার ১টি, কার্যসহকারী ১৭৪টি, সার্ভেয়ার ২৭টি, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর মুদ্রাক্ষরিক এর ১৪৩টি ও ইলেকট্রিশিয়ান এর ৩২টি পদ পূরণের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে প্রার্থীদের নিকট হতে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। ১২/১১/২০২১ তারিখে সার্ভেয়ার ও ইলেকট্রিশিয়ান পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। চূড়ান্ত উত্তীর্ণ/নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশের কার্যক্রম চলমান। গবেষণা সহকারী এর ১টি পদ পূরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরাসরি নিয়োগযোগ্য অন্যান্য শূন্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত ছাড়পত্র চেয়ে মন্ত্রণালয় বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে এবং পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত যথাশীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, ৩য় শ্রেণীর বিভিন্ন পদসমূহে ওয়ার্কচার্জড্ ও মাস্টাররোল কর্মচারী কর্মরত আছে। ৪র্থ শ্রেণির ১৪০৯টি পদের মধ্যে অফিস সহায়ক (এমএলএসএস) এর ৬৬টি ও সড়ক শ্রমিক এর ১০৬টি পদ সরাসরি পূরণের নিমিত্ত নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে। ২৬/১১/২০২১ তারিখে সড়ক শ্রমিক পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম দ্রুত সময়ের মধ্যে শুরু করা হবে। সরাসরি পন্থায় নিয়োগযোগ্য অন্যান্য শূন্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত ছাড়পত্র চেয়ে মন্ত্রণালয় বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে এবং পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত যথাশীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ৪র্থ শ্রেণীর বিভিন্ন পদসমূহে ওয়ার্কচার্জড্ ও মাস্টাররোল কর্মচারী কর্মরত আছে। এছাড়া, আউট সোর্সিং নীতিমালা অনুযায়ী ৩১টি পদের নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।		
	জ. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ৯টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১টি, সওজ অধিদপ্তরের ৪টি, বিআরটিএ'র ২টি, ডিটিসিএ'র ১টি নির্দেশনা রয়েছে। ইতোমধ্যে সওজ এর ২টি নির্দেশনা বাস্তবায়িত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** **নির্দেশনা ১:** ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা বা ব্যাটারি চালিত ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরিভিত্তিতে বিআরটিএ এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পর্যালোচনাক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এক মাসের মধ্যে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব, বিআরটিএ জানান, থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২২ এর খসড়ার ওপর বিভিন্ন মন্ত্রালয়/বিভাগ ও ব্যক্তির নিকট হতে প্রাপ্ত মতামতের আলোকে প্রস্তুতকৃত খসড়ার ওপর ১৩.০৩.২০২২ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	নির্দেশনা ২: কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সড়কে লাইটিং এর ব্যবস্থা সংযোজনের নিমিত্ত প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে পর্যটন বান্ধব করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখা) জানান, উপসচিব (প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখা) জানান, পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ২৭/০১/২০২২ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	ডিপিপি অনুমোদনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	নির্দেশনা ৩: দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে অবিলম্বে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান- ক. চট্টগ্রাম - কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে গৃহীত সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। খ. ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের চলমান উন্নয়ন কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।	ক. চট্টগ্রাম - কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ এবং সমীক্ষার কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে। খ. ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের চলমান উন্নয়ন কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	নির্দেশনা ৪: দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত অ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও যে সকল ব্রিজে এ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান- (ক) অ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে টোল প্লাজাসমূহে লিফলেট বিতরণসহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়াতে প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। (খ) ETC ব্যবহারে প্রনোদনা দেয়ার বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। ETC ব্যবহারকারীদের ১৫% অর্থ ছাড়ের বিষয়ে ইতোমধ্যে তাগিদ প্রদান করা হয়েছে।	(ক) অ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) ETC ব্যবহারে প্রনোদনা দেয়ার বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	<u>বিআরটিএ:</u> **নির্দেশনা ৫:** রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত মোটরযানে ৯৯৯ ফোন নম্বর ব্যবহারের বিষয়টি শর্তযুক্ত করে ০১.০৭.২০১৯ হতে বিআরটিএ কর্তৃক রাইড শেয়ারিং কোম্পানিসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে এবং রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করে দিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, (ক) বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের (বিএসপি) মাধ্যমে অনলাইন পদ্ধতিতে রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যুর নিমিত্তে আবেদন গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ ও Online এর মাধ্যমে সরবরাহ কার্যক্রম গত ১ জুলাই ২০১৯ তারিখ থেকে শুরু করা হয়। ০২ মার্চ ২০২২ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৫টি প্রতিষ্ঠানকে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিএ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ১৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৪টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিআরটিএ হতে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিষ্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়েছে। নীতিমালা অনুসরণ করে রাইডশেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। উল্লেখ্য ০২ মার্চ'২২ তারিখ পর্যন্ত ১৪টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ২৭৮৮২টি রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। (খ) রাইডশেয়ারিং প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট নবায়নের জন্য তাগিদ প্রদান অব্যাহত রয়েছে এবং অতিরিক্ত ভাড়া আদায়কারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। (গ) NTMC এর সহায়তায় বিকল্প ব্যবস্থায় ৯৯৯ ব্যবহার করার ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত ডিএমপি, রাইড শেয়ারিং প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে ১৩.০৩.২০২২ তারিখে ২য় সভা আহবান করা হয়েছে।	(ক) নীতিমালা অনুসরণ করে রাইড শেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) নবায়ন নিশ্চিত করার জন্য তাগিদ দিতে হবে এবং অতিরিক্ত ভাড়া আদায়কারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) ৯৯৯ নম্বর ব্যবহারের বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	নির্দেশনা ৬: পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কার্যকর করার নিমিত্ত এ আইনের অধীন বিধি প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে ক্রম ৬(ক)-তে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাই পুনরায় আলোচনার প্রয়োজন নেই।	ক্রম ৬ (ক)-তে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/এস্টেট) /চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ নির্দেশনা ৭: ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার জন্য কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ'র পরিচালনা পর্ষদে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** ডিটিসিএ'র প্রতিনিধি জানান, সহকারী সচিব (ডিটিসিএ) জানান, সহকারী সচিব (ডিটিসিএ) জানান, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২১ এর খসড়া চূড়ান্ত করার বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীর নীতিগত অনুমোদনের পাওয়া গিয়েছে। আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহবানের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে।	ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২১ এর ওপর আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহবান করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)

০৩। আলোচ্যসূচিতে আর কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২৭.০৩.২০২২
মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব